A Weekly Publication of The Daily Star

theSTAR

stories behind the news

2 January 2009

A Roman Column
Heads or Tails?

Theatre
Playing with the Darker Side

The Wind of Change

A Pageant of Unforgettable Prints --

FAYZA HUQ

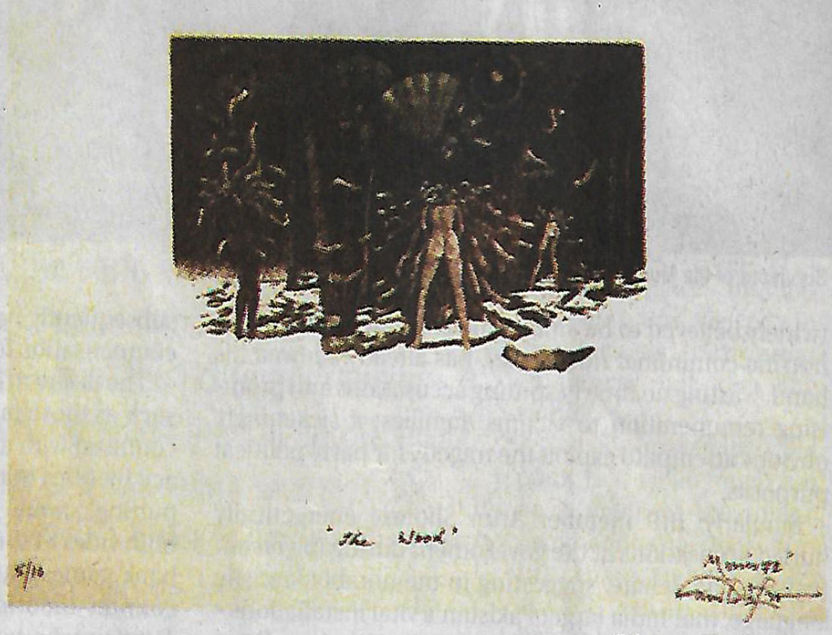

Prints by Monirul Islam

The most eye-catching pieces in Shilpangan's ongoing exhibition on prints of well-known artists are those of Monirul Islam and Shahid Kabir, both based in Spain. They reflect the joie de vivre of their adopted homeland --with its vibrant people, warm orange skies and turquoise waterways. The entry by Rafiqun Nabi is also admirable for its strong, dramatic lines. Those by the master print-makers, Safiuddin Ahmed and Mohammed Kibria are exquisite and startling because of their subtlety and depth. Abdus Sattar has brought in the beauty of Moghul portraiture, with its roots in Oriental Art -- not an easy feat in print, while Murtaza Baseer has the eternal charm of the age-old theme of mother and child. Abul Barq Alvi's presentation of his memories and experiences through cubes is also formidable.

Younger artists, such as Rokeya Sultana -- with her preoccupation with women's roles -- Ahmed Nazir , Rashid Amin and Roosevelt Rozario too play an important role in this pageant of prints at Shilpangan -- a gallery which has never disappointed its viewers. The 50 prints by 36 artists is a superb collection of our local artists' foray into the world of wood and metal.

The piece de resistance for many is Mohammed Kibria's black-and-white dry-point (etching) done by a needle on a metal plate. The lines are gentle with dots in the middle and present, perhaps, the image of an abstract version of a landscape with sky and forest (1997).

Monirul Islam's etchings include the dark period around the Liberation War, which bear shades of sepia, black and white, and they capture the moment in time of the turbulent period of 1971, even though the artist, at that time, was in Madrid. These aquatints and mezzotints often bear no titles and visitors are left to imagine what they will from these semi-abstract creations. Exotic flowers, ethereal birds, crescent moon, clumps of bare trees, segments of pathways, women's derrieres mingling with tree trunks are found in these surrealistic and symbolic pieces. Many forms in these prints are erotic in their origin like the woods and the ptuous female forms.

Rokeya Sultana

Laila Sharmeen

The larger works by Monirul Islam move on to abstraction, although they contain forms in which figures can be detected. One of the etchings bears pale blue and light beige watercolour tints that recall old maps. This includes the artist's favourite image of the forest to the left, along with calligraphy to lend interest to the composition, and which harks back to Da Vinci. "In 30 years of my career, I've touched other mediums apart from prints and to me, repetition of techniques bring in boredom. Then I move on to a variation, as did many European masters like Picasso and Dali. Changing the media makes the artwork richer. Thus, at times I've shifted on to mixed-media and even pure painting or ceramics," Monirul Islam says about his mediums -- and this applies to many of the artists, who have their works included in this exhibition.

Shahid Kabir, who can make even a scrap of bread on a dish appear lyrical, here has gladioli placed in a dark vase in his print, which has numerous colours in a single plate. The dusty pink and the shades of emeralds in the leaves give us a picture of an ordinary part of a household in an extraordinary way. Shahid is a true romantic -- who sees beauty in the common things in life around him. The few flowers appear to be dancing with the rhythm of contented life in the artist's inimitable impressionistic style.

Murtaza Baseer presents his age-old theme of mother adoring her child, done with careful lines. This 1973 etching, done in a single plate, is a symbol of hope, and is completed in yellow-ochre and leafy green. Abdus Sattar's portrait of a woman in the Chughtai style, focuses on a lady holding-- a delicate red unopened flower. The petulant seductive lips, languorous heavy-lidded gazelle eyes and the complimenting flow of hair are indeed remarkable as the portrait is done in woodcut. The combination of flamboyant pinks and oranges are offset by darker brown hues.

Abul Barq Alvi has a sample of pure etching with rectangle lines in sepia, drawing attention to the artist's nostalgic recollection of houses and pathways of his past. It

Muslim Mia

Dr. Md. Amirul Momanin Chowdhury

Abdus Sobhan Hira

has beige, brown and white forms brought in by delicate and economical lines. This single plate work has an interesting play of tones. Mizanur Rahim from Chittagong has smudges in black and white, and it bears the theme of a great roaring fire. The contrast of dramatic black and white is remarkable.

Wakilur Rahman, based in Bonn, has contributed an abstract piece. This compelling composition, remarkable for its economic and dynamic strokes present a triangle -- recognised as a symbol of womanhood through the ages. Black and grey splashes and strokes hold the vibrant composition.

Rokeya Sultana's splendid etchings in sepia and oxide red contain her constant concern for women's position in society. The nude figures with multiple spindly hands and billowing bosoms present her portrayals of feminine roles -- as mother, sister and friend. Underwater life, and sketched in stars are included with a matured use of tone. The minimal use of curves and lines draw attention to her contemporary vision -- which progresses with time. Ranjit Das's lemon- yellow and grey vertical creation contains tiny miniscule details of riverbanks, including houses, boatmen, boats and piers. In another of Ranjit's prints gold and white relief work usher in images that might stand for human figures or graveyards.

Ahmed Nazir's "Warfile" has layer upon layer of geometrical slabs of bold black, vermilion and white. This brings in memories of the fire, blood, skeletons and darkness of the Liberation War theme, the artist's most recent theme. This appears to be a computerised work. Aminul Mumonun Chowdhury's print includes the patriotic symbol of the national flag. This is presented in a lyrical manner, amalgamated with romantic images of doves, cupids, flying angels, stars, fish and women. Forms of trees with burgeoning leaves are added to lend further interest. This is in greyish pink and beige green, and has a muted and matted effect.

The flowering of our artists in the realm of prints is not to be taken lightly. The vibrant pieces speak of interest of these print-makers in a medium that is economical ,and readily transportable, for use in foreign exhibitions. ■

শিল্পরূপ

শিল্পকলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

SHILPARUP *A QUARTERLY MAGAZINE OF THE ART*

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০০৮ মূল্য : একশত টাকা

যাওয়া সঠিক হয়নি। কারণ টিটনের তেল রঙের কাজ অনেক উঁচুমানের। যদিও রেখা ও রঙের ভিন্নমাত্রায় এক অপূর্ব ভুবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন টিটন তাঁর ছোট ছোট ছাপাই ছবিতে।

মৃৎশিল্পী নুরুল আমীন পরিশ্রমী শিল্পী। তাঁর মৃৎশিল্প অনেক শিল্পগুণ সম্পন্ন এটা অত্যুক্তি নয়। তাঁর শিল্পকর্মের শিরোনাম 'ডিপ্রেশন'। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইমপ্রেসিভ শিল্পের ঘোর অনুরাগী। আমার সে বদগুণের কারণে অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের পক্ষেও আমি অনেক সময় সঠিক রায় দিতে অক্ষম হয়েছি।

শিল্পী আব্দুস সোবাহান হীরা প্রমিজিং প্রিন্ট মেকার। তাঁর কাজে হিউম্যান ফিগারের একটা ভিন্নমাত্রার উপস্থিতি ছিল। এই প্রদর্শনীর কোন কাজেই হিউম্যান ফিগারের উপস্থিতি নেই। 'ইমেজ অব নেচার' শিরোনামের সিরিজে পুরোনো হীরার অনুপস্থিতি অন্যদের মতো আমাকেও আহত করেছে।

আর এক প্রিন্ট মেকার এ. এইচ. এম তাহমিদুর রহমান সাদা কালোর চিত্রকাব্য করেছেন লিনো কেটে ছাপ নিয়ে। বাংলাদেশে লিনোলিয়াম সিট পাওয়া যায় না। যারা রবীন্দ্রভারতী কিংবা শান্তি নিকেতনে পড়তে যায়, তাদেরই মাঝে মধ্যে লিনোকাট করতে দেখা যায়। তাহমিদের কাজের শিরোনাম 'উইল পাওয়ার' এবং 'ক্রিয়েশান'।

শিল্পী মোহাম্মদ আলী দেশবরেণ্য ট্যাপেস্ট্রি শিল্পী রশিদ চৌধুরীর সার্থক উত্তরসূরি। ইতিমধ্যে তাঁর ট্যাপেস্ট্রি জাতীয় জাদুঘরে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর বুনন কৌশলে নিজস্ব ধরন তৈরি হয়েছে। 'ওয়ার এন্ড ওয়ার্ল্ড' শিরোনামে প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত সিরিজ, বুনন চিত্রে যুদ্ধের ভয়াবহতা আর অমানবিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার চেষ্টা প্রশংসনীয়। শিল্পী হাসান আশিক এর 'সারভাইভাল' এবং 'ফেট' এক বিশেষ ধরনের কাজ। পুরনো ক্যানভাসে কেইভ পেইন্টিং আর আধুনিক পেইন্টিংয়ের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা মার্জনীয়। আশিক শিল্পকলার ইতিহাস পড়ান, তাই ছবি আর হবে না এমন ভাবনা নিয়েই ডিপ্রেশনে ভুগেছেন। এই প্রদর্শনী আবার তাঁকে হাতে রঙ আর তুলি ধরার হারানো অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

আমি আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী 'নুহাশ এন্ড দ্য এলিয়েন' সিরিজের পরিবর্তে, আমার পছন্দ মতো একাডেমিক ধারার পুরোনো কাজ প্রদর্শন করে আমার দায় থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করেছি। আমি জানিনা দর্শক সমালোচক আমার ছবিকে কিভাবে বিচার করেছেন। যে যাই বলুক এই প্রদর্শনী আমাদের অনেককে আবার নতুন করে প্রেরণা যুগিয়েছে শিল্পকলা নিয়ে ভাববার। আমরা যেভাবেই ভাবিনা কেন, শিল্পকলা হচ্ছে দৃষ্টিগোচরতায় পৃথিবীকে অনুভব করার একটি আবেগময় কৌশল। এছাড়া আরও নানাবিধভাবে পৃথিবীকে অনুভব করা যায়। যেমন ভূ-তত্ত্বের সংজ্ঞায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে, গাণিতিক বিবেচনায়, আপেক্ষিকতায়, কল্পকাহিনী তৈরি করে অথবা দার্শনিক বিভাজনে বা চিন্তায়। কিন্তু শিল্পকলা হচ্ছে ভিন্নতর একটি চৈতন্য ভিত্তিক সিদ্ধি, দৃষ্টির সহায়তায় যাকে ব্যাখ্যা করে এবং দৃষ্টিগত তাৎপর্যে মূর্তমান করা হয়। শিল্পী বিশেষ কৌশলে তার দৃষ্টি নির্ভর অনুভূত সত্যকে রঙ এবং রেখার সাহায্যে রূপ দান করেন অথবা ভাস্কর্যে মূর্ত করেন। মানুষ যে কত বিচিত্র রূপে পৃথিবীকে দেখে তার বিবিধ প্রমাণ পাওয়া যায় শিল্পসত্তার বিকাশের ইতিহাসে। দৃষ্টিগত অনুভূতির যে কত রকম স্বরগ্রাম, বিচিত্র প্রয়াস আছে, শিল্পকলা তার প্রমাণ।■

হাসান আশিক, সারভাইভাল, মিশ্র মাধ্যম, ১৫" x ১৫"

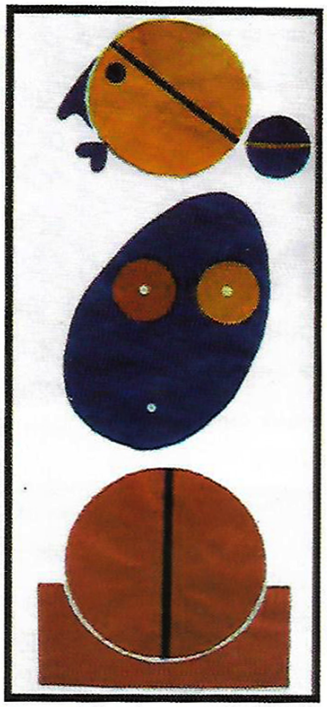

নূরুল মোদ্দাসের চৌধুরী, ভালবেসে দেখিয়াছি-০৩, কোলাজ, ১৫ x ২৫

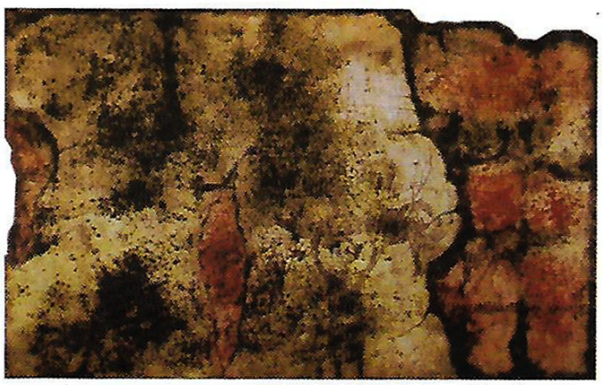

আব্দুস সোবাহান, ইমেজ অব ন্যাচার-০২,ইন্টাগ্লিও প্রিন্ট, (ড্রাই পয়েন্ট) ২৫.৫" x ১৬"

ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২রা চৈত্র, ১৪০২ ঃঃ Friday. 15 March. 1996

তরুণকণ্ঠ

প্রতিভা অন্যরকম

চারুকলা ইনষ্টিটিউট

চারুকলা ইনষ্টিটিউটের তরুণ শিক্ষার্থীরা কোন রং, তুলি, ক্যানভাসেই গতিবদ্ধ নয়। সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডেও তারা তৎপর। অনেকেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সহজ চেনামুখ। এদেরই একজন শাওন। পুরো নাম খান মোহাম্মদ ফজল-ই-মুনতাকিম। পড়ছেন বি,এফ,এ (সম্মান) প্রথম বর্ষে। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে ইতোমধ্যে পরিচিতি অর্জন করেছেন। '৯০ সালে শিল্পকলা একাডেমী প্রদত্ত নজরুল সঙ্গীতের স্বর্ণপদকটি, সেটা শোভা পাচ্ছে তার ড্রইং রুমে। ছোট বেলায় পারিবারিক সংগীত চর্চার আসরে সঙ্গীত শেখা শুরু। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ছোট বয়সেই নজরুল সঙ্গীতে দু'-দু'বার শিশু একাডেমীর স্বর্ণপদক গলায় পরেছেন, '৮৭, '৮৮ সালে। শুধু গান নয়-আবৃত্তি ও অভিনয়ে রয়েছে শাওনের একাধিক জাতীয় পুরস্কার। তার নান্দনিক অভিনয় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সঙ্গীত চর্চার বিকাশের পথে সমস্যার প্রশ্ন তুলতেই কিছুটা ম্লান হয়ে শাওন বললেন সঙ্গীত চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কথা। নতুনদের অধিক সুযোগদানের জন্য রেডিও, টেলিভিশনে দুয়ার খোলা নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। দিনের বেলায় ক্লাস এবং আউটডোরে ছবি আঁকতে বেশ সময় ব্যয় হয়। তাই সন্ধ্যার পর রেওয়াজ করেন। ইদানীং একটি ক্যাসেট প্রকাশের ব্যস্ততার জন্য স্টেজ প্রোগ্রাম খুব একটা করেন না।

গ্রাফিক ডিজাইনের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মারিয়া। কাগজে নাম লেখেন মারিয়া কিবতিয়া বিনতে রশীদ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করছেন বেশ কিছুদিন ধরে। '৮৮ সালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার স্বর্ণপদক পেয়েছেন। সঙ্গীতের অন্যান্য শাখাতেও স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেকবার। সঙ্গীত চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ৭/৮ বছর আগে। আগ্রহের ধারাবাহিকতায় নজরুল একাডেমী থেকে পাঁচ বছর-মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। পাশাপাশি সম্পূর্ণ করেছেন স্বল্পমেয়াদী একাধিক সঙ্গীত বিষয়ক কর্মশালা। ইতোমধ্যে 'প্রেমের নাম বেদনা' নামে তার একটি ক্যাসেট বাজারে এসেছে।

শাওন

হৃদয়

তুহিন

মারিয়া

হীরা

কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই প্রচন্ড আগ্রহকে জাপটে ধরে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আসন দখল করছেন হৃদয়। পুরোনাম নাজনীন সুফিয়ান হৃদয়। পড়াশুনা করছেন বি,এফ,এ শেষ বর্ষে। কবিতা, অভিনয়, উপস্থাপনা তিনটিতেই রয়েছে সুখ্যাতি। হৃদয়ের মুখাবয়ব শুধু দর্শনীয় নয়, কবিতার কণ্ঠও তার চমৎকার। পদ্যও লেখেন বেশ। যোগ্যতার মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে '৯০-এর কবিতা লেখার জন্য সুকান্ত স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বি,টি,ভি-তে একইসাথে অভিনয় এবং উপস্থাপনার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছেন

১৯৯১ সালে। বাদ্যযন্ত্রের প্রায় সবগুলোকে বশ মানিয়েছেন আশরাফুজ্জামান তুহিন। বি,এফ,এ সমাপনী বর্ষের ছাত্র। ছোট বেলায় বাড়ীতে ঢোল-তবলা দিয়ে ঢুক-ঢাক ডুক-ডাক করে যাত্রা শুরু। বর্তমানে, স্প্যানিস গিটার, হাওয়াইন গিটার, বাঁশী, মাউথ অর্গান, কি-বোর্ড তাঁর হাতের স্পর্শে সৃষ্টি করে অনুপম সুর-মূর্ছনা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অপূর্ব সুরের ঝংকারে বিচারকদের মোহিত করে জিতেছেন বেশ কিছু পুরস্কার। নানামুখী ব্যস্ততার কারণে অনুশীলনের সময় করে উঠতে পারেন না। তবে সময় পেলেই চর্চায় বসে যান।

চারুকলা ইনষ্টিটিউটের সবার পরিচিত মুখ সোবহান হীরা। প্রিন্ট মেকিং এম,এফ,এ প্রথম পর্বের ছাত্র। শিক্ষিত স্বভাবের মানুষ। চলনে-বলনে কোলাহল নেই, আছে মানবীয় গতি। পদ্য লেখা ও আবৃত্তিতে যুগপৎ সুনাম। তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে ঢাকা বেতারেও। বেতার বাংলার মাসিক সাময়িকীতে ছাপা হয়েছে হীরার বেশ কিছু কবিতা। সৌখিন আবৃত্তিকার হিসেবে মঞ্চ-ময়দানে কবিতা পড়েন কখনও কখনও। কবিতার একগুচ্ছ পান্ডুলিপি প্রেসে ছাপার অপেক্ষা করছে। ইদানিং ঢাকার কিছু কাগজে হীরার কার্টুন দৃশ্যমান। সব্যসাচী প্রতিভার অধিকারী হীরা। জাতিসংঘের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অর্জন করেন সম্মানসূচক পুরস্কার। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বাইরেও চারুকলার অনেকেরই রয়েছে ক্রীড়া ক্ষেত্রে গতিময় পদচারণা। এদলের একজন বি,এফ,এ ফাইনাল পরীক্ষার্থী শাহীনুর রহমান শাহীন। ব্যাডমিন্টন এবং টেবিল টেনিসে যুগল পরিক্রমায় এগিয়ে চলছেন। দু'টো ইভেন্টে ১৯৮৯ সালে সিটি কলেজে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে সাফল্যের দ্বার খোলে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ,এফ, রহমান হলের '৯৩-এর আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন দু'টোরই প্রথম পুরস্কার তাঁর গলায় ঝুলেছে। ❑ খান মাহবুব আলম

দৈনিক
ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪
Thursday, 12 June, 1997

তরুণ কণ্ঠ

ক্যাম্পাস প্রতিভা

হীরার কৃতিত্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনষ্টিটিউটের এম, এফ, এ ১ম পর্ব (প্রিন্ট মেকিং)-এর ছাত্র আবদুস সোবাহান হীরা 'এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' আয়োজিত "আর্ট ফর এ্যামনেষ্টি '৯৬" শীষক তরুণ শিল্পী চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় লাভ করেছেন সম্মানসূচক পুরস্কার। গত ২৮শে মার্চ '৯৭ চারুকলা ইনষ্টিটিউটে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল। উক্ত পুরস্কার ছাড়াও হীরা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে পেয়েছেন "জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তরুণ শিল্পী চিত্রকলা প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী '৯৫"-এ সম্মানসূচক পুরস্কার। এই প্রতিশ্রুতিশীল ছাপচিত্র শিল্পী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিত্র প্রদর্শনীতে কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২৯ মে ২০১৫

ছাপাই ছবির বর্ণিল জগৎ

সৈয়দ গোলাম দস্তগীর

চারুশিল্প

ছাপচিত্র চারুকলা অনুষদের একেবারে শুরুর দিকের একটি বিষয় হলেও শুরুতে এর ব্যাপ্তি তেমন বিস্তৃত হয়নি।

ইদানিং মাধ্যম হিসেবে ছাপাই ছবি যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি বেড়েছে এর বৈচিত্র্যও। সম্প্রতি 'শূন্য আর্ট স্পেস' বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালার ভাস্কর্য গ্যালারিতে আয়োজন করেছে 'শেষ থেকে শুরু : বাংলাদেশের ছাপচিত্রে বহু মাত্রিকতার উদযাপন' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী। এখানে রয়েছে এ দেশের ছাপচিত্রের শুরুর সময় থেকে সাম্প্রতিকতম সময়ের কাজ। প্রদর্শনীজুড়ে আছে চমকে যাওয়ার মতো অজস্র উপাদান।

প্রথমেই চমকে যেতে হলো 'বাংলায় বিদ্রোহ' নামে একটি পোর্টফোলিও দেখে। ১৯৭১ সালে এটি প্রকাশিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। রশিদ চৌধুরী, দেবদাশ চক্রবর্তী, সাবিথ উল আলম, মিজানুর রহিম, আনসার আলী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ—এই ছয়জন শিল্পীর কাজ আছে এখানে। এর মধ্যে রশিদ চৌধুরী, দেবদাশ চক্রবর্তী ও সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের কাজ নজর কাড়ে বিশেষভাবে।

রশিদ চৌধুরীর কাজে আমরা দেখি বাঘের সিংহবধের দৃশ্য আর দেবদাশ চক্রবর্তীর কাজে জ্যামিতিক নকশায় অছে দ্রোহে উদ্বেলিত মানুষের মুখ। সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ কি মুক্তিযোদ্ধা এঁকেছেন? এই সিরিজের প্রতিটি ছবিতেই প্রকাশিত হয়েছে বিদ্রোহ।

চমৎকৃত হলাম কামরুল হাসানের একটি বিশাল আকৃতি কাঠখোদাই প্লেট দেখে। এত বিশাল কাঠখোদাই এখন সচরাচর চোখে পড়ে না। সফিউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া আমাদের ছাপচিত্রশিল্পের প্রবাদপুরুষ। এঁদের দুজনের কাজই দেখা গেল প্রদর্শনীর শুরুতে। সফিউদ্দিন আহমেদের কাজের শিরোনাম 'গৃহের পথে'। এটি আমাদের সফিউদ্দিনের প্রথম জীবনের কাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

'স্মৃতি-৫'—৮০ সালে করা মোহাম্মদ কিবরিয়ার এই শিল্পকর্মে আছে শিল্পীর স্বভাবগত মুনশিয়ানার পরিচয়।

আবদুর রাজ্জাক বললেই ভাস্কর্যের কথা এত বেশি আসে যে, মনেই থাকে না তিনি ছাপাই মধ্যমেরও একজন প্রধান শিল্পী। প্রদর্শনীতে তাঁর কাজের শিরোনাম 'দণ্ডায়মান মানুষ'। কাজটি মধ্যমগত দক্ষতায় তো বটেই শৈলীগতভাবেও

'বাংলায় বিদ্রোহ' : ১৯৭১ সালে আঁকা শিল্পী দেবদাশ চক্রবর্তীর শিল্পকর্ম

অসাধারণ। নানা ধারার কাজ করেছেন আমিনুল ইসলাম। প্রদর্শনীতে 'ফ্লোবেজন' শিরোনামে তাঁর যে কাজটি রয়েছে, সেটি এচিং একোয়াটিন্ট মাধ্যমে করা। এখানে রেখার পেলবতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় এ দেশের লোকজ মোটিফ এবং কিছুটা শিল্পীর শেষজীবনের কাজের ধারার কথাও।

কাইয়ুম চৌধুরীর 'বেড়াল' শিরোনামের লিথোগ্রাফটিতে দেখতে পাই অন্য এক কাইয়ুম চৌধুরীকে। ১৯৫৩-তে তিনি কেমন ধরনের কাজ করতেন, আমরা অনেকেই সেটি জানি না। তাঁর এ কাজটিতে পাওয়া যাবে যামিনী রায়ের ছায়া। এখানে অবুল বারক আলভীর যে ছবিটি আছে, সেটি আঁকার সময় শিল্পী ব্যবহার করেছিলেন সহজলভ্য উপাদান—টিনের পাত।

এ প্রদর্শনীতে না গেলে হয়তো জানাই হতো না কাঠখোদাই মাধ্যমে জামাল আহমেদের দক্ষতা কতটা। এখানে থাকা 'নদীতে মাছ ধরা' শিরোনামে শিল্পীর কাজটি এক্সপেশনিস্ট ধারার রঙিন কাঠখোদাইয়ের একটি ভালো উদাহরণ।

মনিরুল ইসলামকে আমরা চিনি তাঁর ছাপাই ছবির জন্য। এ প্রদর্শনীতে দেখা গেল ১৯৯০ দশকে করা শিল্পীর একটি চমৎকার কাজ। 'দিগন্তের খেলা' শিরোনামে এ কাজে বিন্যাসের ম্যাজিক ব্যবহার করে দিগন্তকে দারুণভাবে নবায়ন করেছেন শিল্পী।

আবার ঢালী আল মামুনের 'বেহুলা' সিরিজের কথা যাঁদের মনে আছে, প্রদর্শনীতে এসে নস্টালজিক হয়ে পড়তে পারেন তাঁরা।

রোকেয়া সুলতানার যাত্রা শুরু 'ম্যাডনা' সিরিজের কাজ দিয়ে। এখানে সেই 'ম্যাডনা' সিরিজের একটি কাজ কিছুটা সময়ের জন্য স্থির করেছে আমাদের।

পক্ষান্তরে, ছাপাই মাধ্যমে রশিদ আমিনের দক্ষতা ও রচনাশৈলী তাঁকে দিয়েছে একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এখানে আমরা দেখব শিল্পীর 'অসীমের সন্ধানে' শিরোনামের ছবি, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দক্ষতা।

নবীন শিল্পীদের মধ্যে আবদুল সোবহান হীরার 'জীবন এবং সময়' শীর্ষক ছবিটি দৃষ্টি কাড়ে। তাঁর রচনায় জ্যামিতিক গঠন ও রেখার প্রয়োগ মনে করিয়ে দেয় কালিদাশ কর্মকারের আশির দশকের কাজের কথা।

রুহুল আমিন তারেকের কাজের শিরোনাম 'বাস্তবতার জটিলতা' এখানে দেখা যায়, তিনি এঁকেছেন নিজের আত্মপ্রতিকৃতি, আর কয়েকটি গানের কথার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আসছেন বাইরে। এ ছাড়া নিতুন কুন্ডু, আবদুস সাত্তার, অলকেশ ঘোষ, নাসরিন বেগম, মোহাম্মদ ইকবাল, সাইদুল হক, আহমেদ নজির—শিল্পীদের ছবির একদিকে যেমন রয়েছে নিজস্বতার স্বাক্ষর, তেমনি আছে মুগ্ধতার ছোঁয়া। অন্যদিকে ভাষা বিনির্মাণ বা মাধ্যমগত উৎকর্ষের কারণে যেসব তরুণ শিল্পীর কাজ গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচনার দাবি রাখে, তাঁরা হলেন অশিত মিত্র, সৌরভ চৌধুরী, ফাহিমা আহমেদ, জয়া শাহরিন হক, রশিদা আক্তার, রুবি জামান, সুজিত সরকার, মোয়াজ্জেম হোসেন, ফারহানা ইয়াসমিন প্রমুখ।

এ প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য হলো বাংলাদেশের প্রবীণ-নবীন শিল্পীদের কাজ, তাঁদের সুসংহত বর্ণিল ক্যানভাস, যার অধিকাংশই বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশের ছাপচিত্রের বিশাল জগৎকে উন্মোচিত করছে প্রদর্শনীটি।

এর সঙ্গে আয়োজিত হয়েছে দুটি কর্মশালা।

৯৬টি শিল্পকর্ম নিয়ে ১৬ মে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনীটি চলবে ৩০ তারিখ পর্যন্ত।

প্রথম আলো
২১ এপ্রিল ২০০০
১৬ বৈশাখ ১৪০৭
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন
ছুটির দিনে

জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প-৫ শিল্পী : মোঃ আবদুস সোবহান হীরা

Abdus ...
Lecturer
Dept. of fine Arts
... of Rajshahi

প্রথম আলো
৬ মে ২০০০
২৩ বৈশাখ ১৪০৭
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন

৭৪

ছুটির দিন

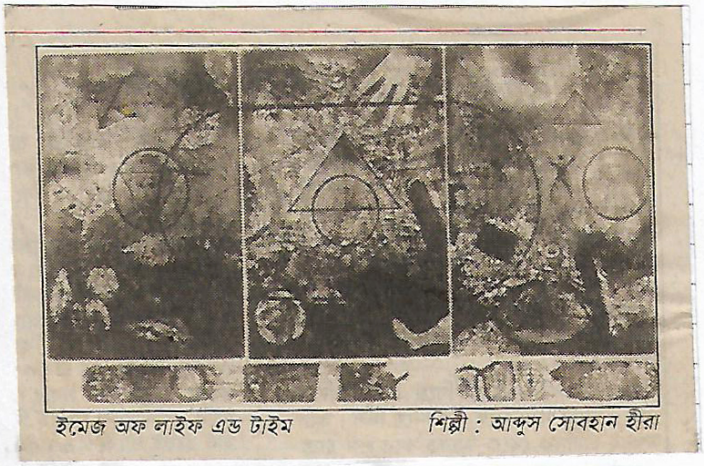

ইমেজ অফ লাইফ এন্ড টাইম

শিল্পী : আব্দুস সোবহান হীরা

সোনার দেশ
২৬ জানুয়ারি ২০২০, ১২ মাঘ ১৪২৬, ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১, রাজশাহী, বর্ষ ৪২, সংখ্যা ৩৮ নিবন্ধন নম্বর রাজ-৭৮
যা ঘটে তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা প্রতিদিন
www.dailysonardesh.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ফ্যাকাল্টির প্রিন্টিং, ওরিয়েন্টাল আর্ট অ্যান্ড প্রিন্টিং বিভাগের প্রফেসর ড. হিরা সোবাহান গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর একটি মিনিয়েচার শিল্পকর্ম দৈনিক সোনার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাতকে প্রদান করেন ● সোনার দেশ

রাজশাহীর বহুল প্রচারিত দৈনিক

রাজশাহীর আলো

সত্যের সন্ধানে

THE DAILY RAJSHAHIR ALO

শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি, ২০২০ ॥ ২০ পৌষ , ১৪২৬ ॥ ৭ জমা:আউ: ১৪৪১, পৃষ্ঠা-৪, মূল্য-৩.০০ টাকা মাত্র। Website: www.rajshahiralo.co

রাজশাহীর আলো পত্রিকার অনলাইন ওয়েবসাইটের শুভ উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার: রাজশাহীর অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা ' রাজশাহীর আলো' এর অনলাইন ওয়েবসাইটের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজি নববর্ষ ২০২০ এর প্রথম দিনে নগরীর শালবাগান পাওয়ার হাউজ মোড়ে অবস্থিত রাজশাহীর আলোর প্রধান কার্যালয়ে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এসময় রাজশাহী সিটি প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক এবং রাজশাহীর আলো পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মো: আজিবার রহমান 'রাজশাহীর আলো' এর অনলাইন ওয়েবসাইট www.rajshahiralo.com এবং 'রাজশাহীর আলো' নামে ফেসবুক পেইজ তিনি শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রফেসর ড. হীরা সোবাহান, রাজশাহীর আলো পত্রিকার এম.ডি. মোমিনুল ইসলাম নিশান এবং ডেভেলপার আব্দুল আজিজসহ পত্রিকার অফিস স্টাফগণ উপস্থিত ছিলেন। -ছবি রাজশাহীর আলো

পাক্ষিক
আজকের মুক্তাগাছা
(নিরপেক্ষ জাতীয় সংবাদপত্র)
১৬ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা মুক্তাগাছা সোমবার ৪ ভাদ্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ ১১ শাওয়াল ১৪৩৪ হিজরী ১৯ আগস্ট ২০১৩ খ্রিঃ

মোঃ আরব আলী জাতীয় পুর...
মুক্তাগাছাবাসীদেরকে শুভেচ্ছা ও ...
E-mail: arabfeedmillsyaho.co...

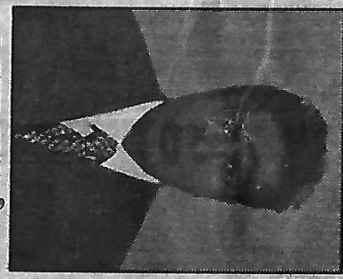

হীরার পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ

ড. আবদুস সোবাহান হীরা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুস সোবাহান হীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল "বাংলাদেশের ছাপচিত্র কলা" এবং তিন জন শিল্পী ঃ শফিউদ্দিন আহাম্মেদ, মোঃ কিবরিয়া ও মনিরুল ইসলাম (১৯৪৮২০০৮) গ বেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রফেসর ড. আবু তাহের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাপচিত্র বিভাগের প্রফেসর আবুল বারক আলভী। পরীক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন চারুকলা বিভাগের প্রফেসর মিজানুর রহিম, এবং কলকাতা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রিন্ট মেকিং বিভাগের প্রফেসর ড. পরাগ রায়। তিনি মুক্তাগাছা বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী ফয়জুর রহমানের তৃতীয় পুত্র এবং তার মাতা মরহুমা করিমননেছা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।